DEPARTMENT OF HISTORY

Honours Course

Semester : IV

Paper/Core Course : CC- IX (Unit- 1)

Name of the Teacher : Nilendu Biswas

❖ **মোগল যুগে বাংলা সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঃ** ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল চৈতন্যের জীবন ও সাধনা । চৈতন্যের জীবনি কাব্যগুলি হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । মুরারি গুপ্ত তাঁর প্রথম জীবনী লেখেন, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' । এই রচনার দুটি বৈশিষ্ট্য হল এই কাব্যে চৈতন্যদেব হলেন একজন মানুষ, সমকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত', এটাও প্রামাণিক জীবনী বলে গণ্য হয় । এই গ্রন্থে চৈতন্যের দর্শন, পান্ডিত্য, ভাষা ও ভঙ্গির অপূর্ব মিলন ঘটেছে । এরা ছাড়াও জয়ানন্দ, লোচনদাস ও আরও অনেকে চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন ।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে সমৃদ্ধ পদাবলী সাহিত্য । এই সাহিত্যে আছে গান ও কবিতা, সবই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক । বাসুদেব ঘোষ, যশোরাজ খান, কবিশেখর, নরোত্তম দাস ও বলরাম দাস পদাবলী সাহিত্য রচনা করেছেন । কথক ঠাকুররা এই পদাবলী গান রচনা করে বহু মানুষকে আনন্দ দান করত । পদকর্তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজারা এবং মুসলমান শাসকরা । বৈষ্ণব দর্শনের ওপর বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গ্রন্থ রচনা করেন, বৈষ্ণব সন্তদের জীবনী লেখা হয় । এদের মধ্যে বিখ্যাত হল নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'। কৃষ্ণকে নিয়ে কৃষ্ণমঙ্গল লেখা হয়েছে এবং সহজিয়া মতবাদকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয় ।

মোগল যুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের পরেই ছিল মঙ্গলকাব্যের স্থান । মনসা, চন্ডী, ধর্মঠাকুর ও শিবকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে । বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, নারায়ণদাস ও কেতকদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল লিখেছেন । মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন চন্ডীমঙ্গল কাব্য । এসব কাব্যে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে । মানিকরাম, রাদাস, সীতারাম ও ঘনরাম লিখেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্য । ডোম, বাগ্দী, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে এই কাব্য রচতি হয়েছে । রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন 'শিবায়ন কাব্য' । বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনি নিয়ে কালিকামঙ্গল কাব্য রচিত হয় । শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মীকে নিয়েও মঙ্গলকাব্য আছে । রায়মঙ্গল কাব্যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ দক্ষিণরায়ের কাহিনি পাওয়া যায় ।

মঙ্গলকাব্য ছাড়াও বেশকিছু অনুবাদ কাব্য এযুগে রচিত হয়েছিল । পরাগল খান ও ছুটি খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন । কাশীরাম দাস বাংলায় লেখেন মহাভারত, যা আজওসমান জনপ্রিয় আছে । আরাকানের শাসকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজি 'লোরচন্দ্রানী' নামে কাব্য রচনা করেন । সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কবি আলাউল লেখেন 'পদ্মাবতী' কাব্য । তিনি ফার্সি কাব্য ও কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন । এদের মত বিখ্যাত না হলেও আরও কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে । কয়েকজন মুসলমান কবি হিন্দুদের যোগসাধনা ও বৈষ্ণব সাধনার ওপর গ্রন্থ রচনা করেন ।

❖ **মোগল যুগে ফার্সি সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঃ** সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মোগল যুগের বিশেষ অবদান হল ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য । ফার্সি ছিল রাষ্ট্র ভাষা, মোগল শাসকরা এই ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন । বাবর তুর্কি ভাষায় তাঁর আত্মজীবনী লিখলেও ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন । বাবরের সঙ্গে অনেক ফার্সি কবি থাকতেন । ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বহু ইরানি কবি, পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ভারতে আসেন । ইরানি কবিদের সংস্পর্শে এসে এদেশের কবিরা উপকৃত হন । ফার্সি কবিতা ও গদ্যের অনুকরণে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন । ইরানি ও ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের যৌথ উদ্যোগে 'সবক-ই-হিন্দি' শৈলী প্রবর্তিত হয় । মোগল যুগের বিখ্যাত কবি, লেখক ও ঐতিহাসিক এই শৈলী অনুসরণ করেন । ফৈজি, নাজিরি ও তালিব ছিলেন এই ধারার অনুসারী । এসব কবি ও সাহিত্যিকদের বেশিরভাগ জন্মেছিলেন পারস্যে কিন্তু তাদের কাব্য-সাহিত্যের জন্ম হয় ভারতে ।

হুমায়ুন কবিদের বিশেষ সমাদর করেছিলেন, তিনি নিজেই কবিতা ও দিবান লিখেছেন । কাশিম খান মৌজি ইউসুফ জুলেখাকে নিয়ে মসনবি লিখেছেন । মুহম্মদ খান্দামীর 'কানুন-ই-হুমায়ুনী' নামে কাব্যে হুমায়ুনের ইতিহাস লিখেছেন । হুমায়ুন ও আকবরের রাজসভায় ছিলেন কাশিম কাহি নামে একজন পন্ডিত-কবি । বাবর কন্যা তথা হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন বেগম 'হুমায়ুননামা'-য় লিখেছেন হুমায়ুনের

ইতিহাস । আকবর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগ শুরু হয়েছিল । সম্রাট ও তাঁর সভাসদরা কবি, সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিকদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেন । প্রথমদিকে আকবরের সভাকবি ছিলেন গজ্জালি মাসহাদি, পরে এই পদ লাভ করেন ফৈজি । ফৈজি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । তিনি প্রায় একশোখানী গ্রন্থ রচনা করেন । দিবান, মসনবি, রুবাই, কাসিদা, গজল ইত্যাদি রচনা এযুগের কবি সাহিত্যিকরা ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন ।

আবদুর রহিম খান-ই-খানান আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে একজন সংস্কৃতিবান, বিদগ্ধ পন্ডিত ও লেখক ছিলেন । তিনি নিজেই ছিলেন কবি এবং কবি ও সাহিত্যিকদের তিনি সমাদর করতেন । কবি-সাহিত্যিক উরফি শিরাজি, আবদুল বাকি ও হামদানি তার আনুকূল্য লাভ করেন । তিনি বাবরের আত্মজীবনীর একখানি ফার্সি অনুবাদ প্রকাশ করেন । আমেদাবাদ শহরে তিনি একটি লাইব্রেরী বানিয়েছিলেন। উরফি শিরাজি হলেন ফার্সি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক । তাঁর রচিত কাসিদাগুলি ভাবের ঐশ্বর্যে ও ভাষার লালিত্যে জনপ্রিয় হয়েছিল । নাজিরি নিশাপুরি হলেন খান-ই-খানানের সভার আরেকজন বিখ্যাত রত্ন । অবশ্য মোগল যুগের ফার্সি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান হল তার ঐতিহাসিক সাহিত্য । আকবরের যুগে শ্রেষ্ঠ গদ্য লিখেছেন তাঁর জীবনীকার আবুল ফজল ।

সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতেও ফার্সি ভাষা চর্চা অব্যাহত ছিল । বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ দক্ষিণে ফার্সি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান । আদিল শাহের রাজসভায় ইরান ও উত্তর ভারত থেকে কবি-সাহিত্যিকরা গিয়ে সমবেত হন । মুল্লা জহুরি ছিলেন ফার্সি ভাষায় গদ্য ও পদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক, তিনি লিখেছিলেন ‘সাকিনামা’। অন্য কবি-সাহিত্যিকরা হলেন হায়দার জিহনি, সনজর আসকারি ও রশিদ । আবুল কাশিম ফেরিস্তা লেখেন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস ‘তারিখ-ই-ফেরিস্তা’। গোলকুন্ডার কুতুবশাহী শাসকরা ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন । পেশোয়া ইবন-ই-খাতুন গোলকুন্ডার ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন । জাহাঙ্গীরের আমলে নাজিরি, তালিব ইস্পাহিআনি, সাইদা ও মুনির লাহোরী খ্যাতিলাভ করেন ।

শাহজাহানের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আবু তালিব, যিনি ‘পাদশাহনামা’ নামে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন । কবি মির্জা মহম্মদ আলি সায়িব কাব্যে নতুন রীতির প্রবর্তন করেন । দেশি, বিদেশি বহু কবি-সাহিত্যিক শাহজাহানের রাজসভায় ছিলেন । গীতি কবিতা লেখেন সৈয়দা আকবরবাদী ও হাদিক ফতেপুরি । এই যুগে তিনখানি ইতিহাস রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে বিখ্যাত ছিল আবদুল হামিদ লাহোরীর ‘পাদশাহনামা’। শাহজাহানের কন্যা জাহনারা বেগম কবিতা লিখতেন । ঔরঙ্গজেব কবিতা লেখা পছন্দ করতেন না, কিন্তু সম্রাটের কন্য জেবুন্নিসা ‘মাকফি’ ছদ্মনামে আরবি ও ফার্সিতে কবিতা লেখেন । ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস লেখেন মহম্মদ হাসিম খাফি খান ‘মুন্তাখাব-উল-লুবাব’। আকবরের নির্দেশে রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবতপুরাণ ফার্সিতে অনুদিত হয় ।

==00==